بسم الله الرحمن الرحيم

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৪২- ০২/০৪ মঙ্গলবার, ২২ সফর, ১৪৪২ হিজরী ১৩/১০/২০২০ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

## উম্মাহ্'র প্রতিবাদে ভীত-সন্ত্রস্ত সরকার এখন স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করতে নির্দেশনা জারি করেছে
## এসব হীন পদক্ষেপ হাসিনা সরকার ও তার ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থার শেষ রক্ষা করতে পারবেনা

বাংলাদেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর গত ৮ অক্টোবর, ২০২০, বৃহস্পতিবার ছাত্র ও শিক্ষকদের উদ্দেশ্য করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার সংক্রান্ত কিছু নির্দেশনা জারি করে, যেখানে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে সরকার ও রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়, এমন কোনো পোস্ট, ছবি ভিডিও বা অডিও আপলোড, কমেন্ট, লাইক, শেয়ার করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়। একই সঙ্গে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন সার্ভিস বা পেশাকে হেয় প্রতিপন্ন করে, এমন কোনো পোস্ট দেয়া থেকে বিরত থাকার কথাও বলা হয়, এবং নির্দেশনা অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার কথাও বলা হয়। যালিম হাসিনা সরকার তার দমন-নীতির অংশ হিসেবে ভয়-ভীতি প্রদর্শন ও হুমকি দিয়ে উম্মাহ্'র কণ্ঠ স্তব্ধ করতে এ ধরনের মরিয়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। হাসিনা সরকার গণমাধ্যমসমূহের কণ্ঠরোধ করতে সফল হলেও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জনগণের প্রতিবাদী কণ্ঠকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। সরকার এখন এটা প্রত্যক্ষ করে ভীত যে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাদের যুলুমের শাসন, দুর্নীতি ও সাম্রাজ্যবাদী কাফির-মুশরিকদের দালালি সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত পোস্ট করার জন্য রাষ্ট্রীয় মদদে নির্বিচারে গ্রেফতার, হত্যা ও নির্যাতনের স্টিমরোলার চালানোর পরেও আবরার ফাহাদের মত সাহসী তরুণদের উত্থান অব্যাহত রয়েছে। এই যালিম সরকারের সর্বশেষ পদক্ষেপে এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, তারা এখন স্কুল-কলেজের কিশোর-কিশোরীদেরকেও তাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে বিবেচনা করছে, যারা নিরাপদ সড়ক, ধর্ষণবিরোধী আন্দোলন, ইত্যাদির মাধ্যমে রাজপথে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ শাসকগোষ্ঠী ও শাসনব্যবস্থার প্রতি তাদের ক্ষোভ এবং অনাস্থা প্রকাশ করছে। এই সরকারের সাম্রাজ্যবাদী কাফির-মুশরিক প্রভুদের জন্যেও এটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক যে, বাংলাদেশের জনগণ এখন আওয়ামী-বিএনপি শাসকগোষ্ঠীর জন্মদানকারী পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হতে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, এবং খিলাফতের শাসনব্যবস্থার আহ্বানের প্রতি আন্তরিকভাবে সমর্থন জানাচ্ছে। তাই বর্তমানে এই দেউলিয়া সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকতে তার একমাত্র বিকল্প পথ হিসেবে ভয়-ভীতি, নির্যাতন ও হুমকির মাত্রা তীব্রতর করছে।

**হে দেশবাসী**, হাসিনা সরকার হতাশার সাথে লক্ষ্য করছে, সব বয়সের মানুষ এখন বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ শাসকগোষ্ঠী ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারিয়েছে। এই পশ্চিমা দালাল শাসকগোষ্ঠী কেবল ক্রমবর্ধমান যুলুম ও ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে আপনাদের সমস্যার একমাত্র সমাধান - নবুয়্যতের আদলে প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় খিলাফতে রাশিদাহ্'র প্রত্যাবর্তনকে বিলম্বিত করার চেষ্টা করতে পারে, যা অচিরেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ্ – যার সুসংবাদ স্বয়ং আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) দিয়েছেনঃ «ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ» "...অতঃপর আবার ফিরে আসবে খিলাফত, নবুয়্যতের আদলে" (আহমাদ কর্তৃক বর্ণিত)। সুতরাং, আপনারা ভীত কিংবা হতাশ হবেন না, বরং আপনারা সত্যবাদী দল **হিযবুত তাহ্‌রীর** -এর সাথে থাকুন - যারা কখনোই আপনাদের সত্যিকারের মুক্তি সম্পর্কে মিথ্যা বলে না, এবং এই যালিম শাসকগোষ্ঠীর পাশাপাশি বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থাকে উৎখাত করার জন্য আপনাদের প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করুন। এই শাসকগোষ্ঠীকে আপাতদৃষ্টিতে যত শক্তিশালীই মনে হোক না কেন, এবং ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য তারা তাদের যুলুমের মাত্রা যতই বৃদ্ধি করুক না কেন, আল্লাহ্ আজ্জা ওয়া জ্বাল পবিত্র কুর'আনে তাদের অবস্থাকে সবচেয়ে দুর্বলতম গৃহের সাথে তুলনা করেছেন:

* مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ۚ اِتَّخَذَتْ بَيْتًا ۭ وَ اِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ*

**"যারা আল্লাহ্'কে ছেড়ে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তাদের দৃষ্টান্ত ঐ মাকড়সার ন্যায় যে একটি ঘর বানিয়েছে, এবং নিঃসন্দেহে সকল ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই অধিক দুর্বল। যদি তারা জানত।"** [সূরা আনকাবুত: ৪১]

**হিযবুত তাহ্‌রীর- এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ**